জনবল সংকটে অচলাবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে

অর্ধেকের বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি

হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অর্ধেকের বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদই খালি। বোর্ডের রেজিস্ট্রার, প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন), উপরেজিস্ট্রার (কমন), উপ মাদ্রাসা পরিদর্শক-২, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়) ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ পদে কেউই এখন দায়িত্বে নেই। এমন ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে সাতটি শূন্য রয়েছে। এসব পদ শূন্য থাকায় অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বোর্ডের অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। এছাড়া প্রয়োজনীয় কাজে বোর্ডে এসে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন অনেকেই। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমে এক ধরনের অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মাদ্রাসা বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় মতাদর্শে ব্যক্তিদের পদায়ন করা হয়। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এসব কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। এতে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো শূন্য হলেও জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। এ মাসের শেষে অবসরে যাচ্ছেন বোর্ডের বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও। এ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল (এসএসসি সমমান) পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার। আলিম (এইচএসসি সমমান) পর্যায়ে মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় ৩ হাজার। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের একমাত্র শিক্ষা বোর্ড হওয়ায় এখানে কাজের চাপ অনেক বেশি। বোর্ড সংশ্লিষ্ট কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে প্রতিদিন শত শত লোক আসেন। বোর্ডে দলবাজ কর্মকর্তাদের বদলি করা হলেও ■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ৩

জনবল সংকটে অচলাবস্থা মাদ্রাসা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘদিন ধরে পদগুলো খালি রয়েছে। এতে বোর্ডের স্বাভাকি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা সেবাপ্রত্যাশীদের।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যক্ষ ড. এম আমিনুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, মাদ্রাসা বোর্ড ও অধিদপ্তরে একসঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়েছে। তাই অনেক পদ খালি রয়েছে। তবে খুব দ্রুতই এসব পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

মাদ্রাসা বোর্ডে রেজিস্ট্রার দপ্তরে চট্টগ্রাম থেকে আসা হাফিজ নামে এক ব্যক্তি বলেন, মাদ্রাসার এডহক কমিটির অনুমোদনের জন্য বোর্ডে এসেছি। কিন্তু রেজিস্ট্রার না থাকায় এই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার ফিরে যেতে হবে। তার মতো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা সমস্যা নিয়ে এলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, রেজিস্ট্রারসহ বেশ কিছু পদে লোক না থাকায়, কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেছে। এতে নিজের কাজের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

জানা যায়, চলতি বছর ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক এবং ২৫ সেপ্টেম্বর রেজিস্ট্রার, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন), উপ-রেজিস্ট্রার (কমন), উপ-মাদ্রাসা পরিদর্শক-২, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়) ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ পদে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত পদগুলোতে এখনো কোনো কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়নি। বোর্ডের রেজিস্ট্রার ও উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) পদের কর্মকর্তারা প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম, সময়াবদ্ধ ক্রয় প্রক্রিয়া, মাদ্রাসা সমুহের ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি, নির্বাহী কমিটি, এডহক কমিটি অনুমোদনের আবেদন নিষ্পত্তি কার্যক্রম, আওতাধীন মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভিন্ন আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীগণের চূড়ান্ত বরখাস্তের আবেদন নিষ্পত্তি ও বিভিন্ন মামলার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ নানা দায়িত্ব পালন করেন থাকেন। অথচ পদগুলো শূন্য থাকায় এসব কার্যক্রম এক ধরনের স্থবির অবস্থায় রয়েছে। প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা, বিদ্যমান কারিকুলাম পরিমার্জন কাজে এনসিটিবিকে সহায়তা প্রদান, দাখিল ও আলিমের সিলেবাস ও মানবন্টন পুনর্বিন্যাসকরণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সেখানেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়) কর্মকর্তা, দাখিল পরীক্ষা-২০২৫ এর প্রশ্নপত্র পরিশোধন কাজ, নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি কার্যক্রম, বিদেশগামী শিক্ষার্থীসহ অন্য শিক্ষার্থীদের সনদ, নম্বরপত্র যাচাই/সত্যায়ন, আলিম পরীক্ষা-২০২৪ পুনঃনিরীক্ষণ নিয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সেই পদেও কোনো কর্মকর্তা নেই।

মাদ্রাস শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুব হাসান এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, মাদ্রাসা বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদের বেশ কিছু কর্মকর্তাকে বদলি করা হলেও এখনো কাউকে পদায়ন করেনি মন্ত্রণালয়। রেজিস্ট্রারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ এখন শূন্য। এতে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করতে নানা সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া চলতি মাসের ৩১ ডিসেম্বর আমিও অবসরে চলে যাচ্ছি। এই পদও শূন্য হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয় এবং ঢাকার সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ক্যাম্পাসে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়। পরে ১৯৭৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই বোর্ড পরিচালিত হয়। ২০২৪ সালের আলিম (এইচএসসি সমমান) পরীক্ষায় মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ২ হাজার ৬৮৩ কেন্দ্রে ৮৫ হাজার ৫৫৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন।